দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জাবিতে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ২০ ফেব্রুয়ারি

৯৩ সিনেটের ৭৮ জন মেয়াদোত্তীর্ণ, শূন্য ১১

■ নাজমুল হক জেনিথ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি। ঐ নির্বাচনে ৯৩ জন সিনেটরের মধ্যে ইতিমধ্যে মেয়াদ শেষ হয়েছে ৭৮ জনের এবং বিভিন্ন কারণে শূন্য রয়েছে ১১টি সিনেট সদস্যের পদ। মন্ত্রি ৪ জন সিনেট সদস্য পদাধিকারবলে বৈধ সিনেট সদস্য হিসেবে বহাল আছেন। বিদ্যমান সিনেট দিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট সমাধান না হয়ে আরো ঘনীভূত হতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষকদের বিভিন্ন অংশ। আবার অনেক শিক্ষকই জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরবর্তী সিনেট নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সিনেটই বহাল থাকবে। এক মাসের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের নির্দেশনা এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১৯'র (১) ধারা অনুসারে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৯৩ জন সিনেটর নির্বাচিত ও মনোনীত হন। সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত ৩ জনের উপাচার্য প্যানেল থেকে রাষ্ট্রপতি এক জনকে উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

জাবিতে উপাচার্য প্যানেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৯৩ জন সিনেট সদস্যের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান ছাড়া বাকি ৭৮ জন মেয়াদোত্তীর্ণ। এদিকে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের পর অধ্যাপক এমএ মতিন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ায় তার উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট হিসাবে দুটি সিনেট সদস্য পদ শূন্য হয়, সাবেক সিনেটর আব্দুল জলিল ভূঞা জাবি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত হওয়া, সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাসির উদ্দিন ও আতাউর রহমান ইন্তেকাল করায় অধ্যাপক আফসার আহমেদ উপ-উপাচার্য হওয়ায় তার রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট হিসেবে মোট ৬টি সিনেট সদস্য পদ শূন্য হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ ২০ বছর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ৫ জনসহ মোট ১১টি সিনেট সদস্যের পদও শূন্য।

৬টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সিনেট সদস্যদের মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। অধ্যাদেশের অনুযায়ী সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তার মেয়াদ গত ২৫ জুন, স্পিকার কর্তৃক সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত ৫ জন, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ জনের ২০১২ সালের ২৬ জুন, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ৫ জনের গত ২৫ জুন, শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ৫ জন কলেজ অধ্যক্ষের মেয়াদ ২০১২ সালের ২৬ জুন, ২৫ জন রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটের মেয়াদ ২০০১ সালের ২৮ জুন এবং নির্বাচিত ৩০ জন শিক্ষক প্রতিনিধির মেয়াদ গত ২৫ জুন শেষ হয়।

এদিকে এক যুগ ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটরা বিগত দু'টি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে ভোট দিয়ে আসছেন। বিগত ২০০৪ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে এসব মেয়াদোত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের ভোটে উপাচার্য নির্বাচিত হন অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান। ২০১২ সালের ২০ জুলাইয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনেও এসব মেয়াদোত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটরাই ভোট প্রদান করেন। মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের ব্যানারে ২০১২ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষকরা আন্দোলন করেছিলেন। এজন্য তারা ২০ জুলাইকে কালো দিবস হিসেবে পালন করেন। বিদ্যমান সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২২ জানুয়ারি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এমএ মতিনকে এক মাসের মধ্যে বর্তমান সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের নির্দেশনা দেন।